শিক্ষাক্রম ২০১১

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নাম্বার
১	বাংলা	৩-৯২
২	গণিত	৯৩-১৫৩
৩	ইংরেজি	১৫৪-২১৫
৪	বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়	২১৬-২৮১
৫	প্রাথমিক বিজ্ঞান	২৮২-৩৩২
৬	ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা	৩৩৩-৩৯৫
৭	হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা	৩৯৬-৪৪২
৮	বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা	৪৪৩-৪৬৯
৯	খ্রিস্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা	৪৭০-৪৯৫
১০	শারীরিক শিক্ষা	৪৯৬-৫৩৭
১১	সংগীত	৫৩৮-৫৬১
১২	চারু ও কারুকলা	৫৬২-৫৮৫

মুখবন্ধ

শিক্ষাক্রম নবায়ন ও পরিমার্জন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। বাংলাদেশে প্রথম ১৯৭২ সালে জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়। এই কমিশন ১৯৭৪ সালে রিপোর্ট পেশ করে। শিক্ষা কমিশনের সুপারিশের আলোকে ১৯৭৫ সালে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি ১৯৭৮ সালে সাত খণ্ডে প্রতিবেদন প্রকাশ করে। প্রতিবেদনের প্রথম খণ্ডে রয়েছে প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের শিক্ষাক্রম। এই শিক্ষাক্রমের আলোকে ১৯৭৮-৮২ সালের মধ্যে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রবর্তন করা হয় এবং ১৯৯১ সাল পর্যন্ত তা চালু ছিল।

পরবর্তীতে ১৯৮৬-৮৮ সালে ব্যাপক আকারে প্রাথমিক শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও নবায়ন করা হয় এবং সনাতন উদ্দেশ্যভিত্তিক শিক্ষাক্রমের পরিবর্তে যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হয়। এই যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক পর্যায়ক্রমে ১৯৯২ থেকে ১৯৯৬ সালে বিদ্যালয়ে প্রবর্তন করা হয়। এই শিক্ষাক্রমের বৈশিষ্ট্য হলো প্রাথমিক শিক্ষা শেষে শিক্ষার্থীর কতটুকু আচরণিক পরিবর্তন, কতটুকু জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গী ও মূল্যবোধের বিকাশ ঘটবে বলে প্রত্যাশা করা হয় তা সুনির্দিষ্ট করা। যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম ২০০২ সাল পর্যন্ত বিদ্যালয়ে চালু ছিল। যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রথম ২০০২ সালে পরিমার্জন করা হয় এবং ২০০৩ থেকে ২০০৬ সালের মধ্যে পর্যায়ক্রমে বিদ্যালয়ে প্রবর্তন করা হয়।

বর্তমানে যে রকম দ্রুতগতিতে আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও জীবন ধারার পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে এর সাথে শিক্ষার্থীর শিখন চাহিদারও পরিবর্তন হচ্ছে। এসব দিক বিবেচনা করে এবং জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর সুপারিশ অনুযায়ী প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম ২০১১ এর শেষ দিকে পরিমার্জন করা হয়। শিক্ষাক্রম পরিমার্জনকালে যে সকল বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয় সেগুলো হচ্ছে- বাংলাদেশের সংবিধান, জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০, বৈশ্বিক পরিবর্তন, বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপট, মূল্যবোধ, নৈতিকতা, জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, শিশু শ্রম নীতি, সহস্রাব্দ লক্ষ্যমাত্রা, বিজ্ঞান মনস্কতা এবং বিভিন্ন দেশের শিক্ষাক্রম। এই শিক্ষাক্রম পরিমার্জনে সম্পৃক্ত ছিলেন শ্রেণি শিক্ষক, শিক্ষক প্রশিক্ষক, বিষয় বিশেষজ্ঞ, শিক্ষা তত্ত্বাবধায়ক, নীতি নির্ধারক, ব্যবস্থাপক, বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিকিস প্রমূখ।

বিশেষজ্ঞদল প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা পুন:নির্ধারণ করেন। বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ১৩টি ও প্রান্তিক যোগ্যতা ২৯টি নির্ধারণ করা হয়। এই ২৯টি প্রান্তিক যোগ্যতা থেকে প্রাথমিক শিক্ষাক্রম কাঠামোর অন্তর্গত ১২টি বিষয়ের জন্য বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা শনাক্ত করা হয়। প্রান্তিক যোগ্যতা থেকে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বয়স, সামর্থ্য, মেধা ও মানসিক পরিপক্কতা বিবেচনা করে শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা বা আবশ্যকীয় শিখনক্রম প্রণয়ন করা হয়। আবশ্যকীয় শিখনক্রম অনুসরণ করে বিষয়ভিত্তিক বিস্তৃত শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হয়। পরবর্তীতে বিস্তৃত শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির ১২টি বিষয়ের জন্য ৩৩টি পাঠ্যপুস্তক, ৩৩টি শিক্ষক সংস্করণ ও ২৫টি শিক্ষক সহায়িকা/নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়।

আশা করা যায় শিক্ষক পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু, শিক্ষক সংস্করণ/নির্দেশিকা/সহায়িকা যথাযথভাবে অনুসরণ ও আয়ত্ব করে শ্রেণিকক্ষে কার্যকর শিখন শেখানো কার্যক্রম/পদ্ধতি/কৌশল পরিচালনা করবেন এবং ফলশ্রুতিতে শিক্ষার্থীরা শ্রেণিভিত্তিক ও বিষয়ভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম হবে। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম মুদ্রণ ও প্রকাশের সাথে যারা সম্পৃক্ত তাঁদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

প্রফেসর নারায়ন চন্দ্র পাল
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

প্রাথমিক শিক্ষাক্রম পরিমার্জন কার্যক্রম

স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পরপরই সরকার একটি বড় ধরনের শিক্ষা সংস্কারের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং ১৯৭২ সালে একটি জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। এই কমিশন ১৯৭৪ সনে তাঁদের রিপোর্ট পেশ করেন। কমিশনের সুপারিশগুলোর মধ্যে একটি সুপারিশ শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও সংস্কারের উপর গুরুত্ব আরোপ করে।

এই বিশেষ সুপারিশের আলোকে ১৯৭৫ সালে সরকার কর্তৃক একটি জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটি (এন.সি.এস.সি.) গঠিত হয়। এই কমিটি ১৯৭৬ সালের মার্চ হতে ১৯৭৮ সালের জুন পর্যন্ত কাজ করে সাত খণ্ডে তাঁদের রিপোর্ট সরকারের নিকট দাখিল করেন।

কমিটি তার ১ম খণ্ড রিপোর্টে প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের (১ম-৫ম শ্রেণি) শিক্ষাক্রম এবং এ শিক্ষাক্রম কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত পাঠ্যবিষয়সমূহের বিস্তারিত পাঠ্যসূচি উপস্থাপন করেন। এই কমিটির প্রস্তুতকৃত শিক্ষাক্রম ছিল **বিষয়বস্তুকেন্দ্রিক** বা বিষয়বস্তু পরিবেশনমূলক।

কমিটি প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের অর্থাৎ স্কুল-শিক্ষাস্তরের (প্রাথমিক, নিম্নমাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক) জন্য যে চার খণ্ড রিপোর্ট তৈরি করেন তার প্রত্যেকটিতে একটি বিশেষ শিক্ষাস্তরের জন্য একটি নির্দিষ্ট শিক্ষাক্রম কাঠামোর সুপারিশ করেন এবং এই কাঠামোতে প্রধান প্রধান বিষয় কী হবে তা উল্লেখ করেন। প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের কাঠামোতে সন্নিবেশ করা হয় : মাতৃভাষা বাংলা, ইংরেজি (বিদেশি ভাষা হিসেবে) গণিত, ধর্মশিক্ষা, পরিবেশ পরিচিতি (১ম ও ২য় শ্রেণিতে একীভূত, কিন্তু ৩য়-৫ম শ্রেণিতে পরিবেশ পরিচিতি বিজ্ঞান ও পরিবেশ পরিচিতি সমাজ হিসেবে পৃথক করা হয়েছে), শারীরিক শিক্ষা, চারু ও কারুকলা এবং সংগীত-এই **আটটি বিষয়**।

প্রত্যেকটি বিষয়ের শিক্ষাক্রমের ছিল আটটি অংশ : (১) একটি ভূমিকা, যাতে ছিল একটি শিক্ষাস্তরে বিষয়টি অধ্যয়নের একটি যুক্তিসিদ্ধ ভিত্তি ও প্রয়োজনীয়তা (২) এ স্তরে বিষয়টি শেখার উদ্দেশ্য ও শ্রেণিভিত্তিক বিশেষ উদ্দেশ্য, (৩) এসব উদ্দেশ্য অর্জনের মাধ্যম হিসেবে চিহ্নিত বিষয়বস্তু, (৪) এ সব বিষয়বস্তু ব্যবহার করে উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সম্ভাব্য শিখন-শেখানো কৌশল, (৫) পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য শিখন-শেখানো সামগ্রী প্রণয়নের জন্য নির্দেশনা, (৬) শিখন-সহায়ক উপকরণ, (৭) শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতির মূল্যায়ন এবং (৮) শিক্ষক-প্রশিক্ষণ সম্পর্কে পরামর্শ।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন কমিটি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত শিক্ষাক্রম পর্যায়ক্রমে দেশের প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে ১৯৭৮-১৯৮২ সালের মধ্যে প্রবর্তন করা হয় এবং এই শিক্ষাক্রম ১৯৯১ সাল পর্যন্ত বিদ্যালয়ে চালু ছিল।

পরবর্তীতে ১৯৮৬-৮৮ সময়ে ব্যাপক আকারে প্রাথমিক শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও নবায়ন করে সনাতন উদ্দেশ্য ও বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাক্রমের স্থলে **যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রণয়ন** করা হয়। এই যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম পর্যায়ক্রমে ১ম শ্রেণি থেকে ৫ম শ্রেণিতে ১৯৯২-১৯৯৬ সালে দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রবর্তন করা হয়।

প্রাথমিক শিক্ষার জন্য চিহ্নিত ও পূর্ব-নির্ধারিত **১৯টি উদ্দেশ্যের আলোকে** এই যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়। সত্যিকার অর্থে বাংলাদেশে শিক্ষাক্রম প্রণয়নের ইতিহাসে এই প্রথমবারের মতো প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার

(এবং স্কুল শিক্ষার অন্যান্য স্তরের) জন্য একগুচ্ছ সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য প্রণয়ন করা হয় এবং এগুলোকে শিক্ষাক্রম প্রণয়নের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করা হয়। এইসব উদ্দেশ্যের ভিত্তির উপরই গড়ে ওঠে প্রাথমিক শিক্ষার **৫৩টি প্রান্তিক যোগ্যতা**। স্বাভাবিক বুদ্ধির একটি বাংলাদেশী শিশু পাঁচ বছর মেয়াদী প্রাথমিক শিক্ষা সফলভাবে সম্পন্ন করার পর কী ধরনের যোগ্যতা (জ্ঞান, দক্ষতা, বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি) অর্জন করবে তার একটি চিত্র এইসব প্রান্তিক যোগ্যতায় প্রতিফলিত করার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে।

এই নব প্রবর্তিত যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম আমাদের প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে ২০০২ পর্যন্ত চালু ছিল। পরবর্তীতে একটি পরিমার্জিত যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম ২০০৩ থেকে ২০০৬ সনে পর্যায়ক্রমে সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রর্বতন করা হয়।

প্রথম যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমের চাহিদা মোতাবেক ১ম ও ২য় শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক ১৯৯২-৯৩ প্রণয়ন করা হয় ও শ্রেণিতে ব্যবহার শুরু হয়। ৩য়-৫ম শ্রেণির জন্য পাঠ্যপুস্তক রচনা করার সময় জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃপক্ষ অসুবিধার সম্মুখীন হন। কারণ প্রথমবারের মতো প্রস্তুতকৃত যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমে শেখার বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ ছিল না।

এই অসুবিধা দূর করার জন্য বোর্ড কর্তৃপক্ষ বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিকযোগ্যতা, শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা, শিখনফল, শিখন-শেখানো কার্যাবলি, শিক্ষার্থীর জন্য পরিকল্পিতকাজ, শিখন অগ্রগতি ত্বরান্বিত ও নিশ্চিত করার জন্য যথাযথ মূল্যায়ন পদ্ধতি, শিখন-শেখানো সামগ্রী প্রণয়নের কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের জন্য নির্দেশনা প্রস্তুতের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম ২০০১ ও ২০০২ সালে প্রথম পরিমার্জন করা হয়। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক ২০০৩ সালে এবং ২০০৪ থেকে ২০০৬ সালে পর্যায়ক্রমে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণিতে বিদ্যালয়ে প্রবর্তন করা হয়।

এই শিক্ষাক্রম ২০০৩-২০১১ সাল পর্যন্ত চালু থাকা অবস্থায় দেশের শিক্ষাব্যবস্থার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে সংস্কার আনতে ও একটি শিক্ষানীতি প্রণয়নে সরকারকে সহায়তা করার জন্য সরকার একটি শিক্ষা সংস্কার কমিটি গঠন করেন। এই কমিটির সুপারিশের আলোকে সরকার একটি জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেন এবং একটি আইনের আকারে তা সংসদে পাশ করেন।

এই শিক্ষানীতিতে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থাকে পুনর্গঠনের জন্য অন্যান্য সুপারিশের মধ্যে প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাস্তরটিকে পুনর্বিন্যাস করার জন্য বেশ কিছু নির্দেশনা দেওয়া হয়। জাতীয় শিক্ষানীতিতে বিধৃত পরিবর্তনের দিক-দর্শন ছাড়াও জাতীয়, আঞ্চলিক এবং বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে বেশকিছু পরিবর্তনের হাওয়া বইছে যার দরুণ শিক্ষার্থীর শিখন চাহিদায় পরিবর্তন সূচীত হয়েছে। এগুলো আমাদেরকে সার্বিকভাবে স্কুল শিক্ষার এবং বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উৎকর্ষ সাধনের অনুপ্রেরণা দিয়েছে। এরই মধ্যে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য একটি শিক্ষাক্রম প্রণীত ও সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

দেশের প্রাথমিক শিক্ষার মর্যাদা বাড়াতে সরকার বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ নিয়েছেন। এর মধ্যে রয়েছে প্রাথমিক শিক্ষার জাতীয়করণ (১৯৭৩), সার্বজনীন ও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার কয়েকটি প্রকল্প বাস্তবায়ন (১৯৭৮-৯০), বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন প্রণয়ন (১৯৯০), সবার জন্য শিক্ষা সংক্রান্ত জাতিসংঘের ঘোষণার সাথে একাত্মতা প্রকাশ করা ও এ বিষয়ক জাতিসংঘ সনদে স্বাক্ষর দান। এসব কর্মকাণ্ডের সাথে সাথে এবং এগুলোর

ধারাবাহিকতায় সুবিশাল তিনটি প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কার্যক্রম (Primary Education Development Programme) বাস্তবায়ন করছে। এর মধ্যে দুটি কার্যক্রম শেষ হয়েছে এবং তৃতীয়টি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রথম দুটি কার্যক্রম প্রধানত প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করে এর পরিমাণগত উন্নয়ন ঘটানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তৃতীয় কার্যক্রম প্রাথমিক শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধিতে সচেষ্ট। গুণগতমান নিশ্চিত করার জন্য এ কার্যক্রমে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন (Revision), সম্প্রসারিত শিক্ষক-প্রশিক্ষণ, মানসম্পন্ন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, পাঠ্যপুস্তকের শিক্ষক সংস্করণ ও শিক্ষক নির্দেশিকা এবং অন্যান্য শিখন-শেখানো সামগ্রী প্রণয়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচির আওতায় শিক্ষাক্রম সংস্কার, পরিবর্তন, নবায়ন ও পরিমার্জনের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। উন্নয়ন-অংশীদারদের সহযোগিতায় ও সমর্থনে সরকার এ কাজ দ্রুততার সাথে সমাপ্ত করেছে। সরকারকে একাজে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে কারিগরি সহায়তা দিয়েছেন শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ, শিক্ষক-প্রশিক্ষক, বিষয়-বিশেষজ্ঞ, শ্রেণি-শিক্ষক, শিক্ষা-তত্ত্বাবধায়ক, শিক্ষাক্রম উন্নয়ন বিশারদ, নীতি প্রণয়নকারী ও নির্ধারক, শিক্ষা উন্নয়নবিদ ও ব্যবস্থাপক, বিশ্ববিদ্যালয় একাডিমিকস্ এবং বুদ্ধিজীবী সমন্বয়ে গঠিত একটি জাতীয় বিশেষজ্ঞদল। তাঁরা ইতোমধ্যে বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ/সংজ্ঞায়িত করেছেন। এই নির্ধারিত লক্ষ্যের ভিত্তিতে তাঁরা দেশে প্রাথমিক শিক্ষার **১৩টি উদ্দেশ্য** এবং এগুলোর আলোকে প্রাথমিক শিক্ষার **২৯টি প্রান্তিক যোগ্যতা** নির্ধারণ করেছেন। আশা করা হয়েছে যে, এদেশে পাঁচবছর মেয়াদী প্রাথমিক শিক্ষা সফলভাবে সমাপনকারী সকল শিক্ষার্থী এ যোগ্যতাসমূহ অর্জন করবে।

প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত **১২**টি বিষয়ের জন্য গঠিত **১২**টি বিষয়-কমিটি তাঁদের নিজ নিজ বিষয়ের শিক্ষাক্রম বিনির্মাণ করেছেন। প্রত্যেকটি বিষয়ের শিক্ষাক্রম এমন একটি কাঠামোতে পরিবেশন করা হয়েছে যাতে শিক্ষাক্রম উন্নয়নের মৌলিক নীতিমালা প্রতিফলিত হয় এবং বিষয় শিক্ষাক্রমের অংশগুলোর একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র জাতির সামনে ভেসে ওঠে।

একটি বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাক্রম দলিলে নিচের অংশসমূহ থাকবে-

ক. সংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রান্তিক যোগ্যতাসমূহ,
খ. একটি শিখনক্রম, এই শিখনক্রমে থাকবে শ্রেণিভিত্তিক অর্জনযোগ্য যোগ্যতার ক্রম,
গ. কাঙ্খিত শিখনফল [একটি শ্রেণির জন্য নির্ধারিত যোগ্যতার সাথে সম্পৃক্ত],
ঘ. শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু যা নির্দিষ্ট সংখ্যক শিখনফল অর্জনে সহায়ক,
ঙ. শিখন-শেখানো কাজের সহায়ক পরিকল্পিত কাজ (শিক্ষার্থীর জন্য]
চ. শিখন-শেখানো কার্যাবলি,
ছ. শিখনের মূল্যায়ন (Assessment) জন্য প্রয়োজনীয় কলাকৌশল,
জ. পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক নির্দেশিকা, শিক্ষক সংস্করণ ও শিক্ষক সহায়িকা রচয়িতা ও অঙ্কন শিল্পীর জন্য নির্দেশিনা।

শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়ন

শিক্ষাক্রম প্রণয়নের নিয়ম-কানুন ও পদ্ধতি সঠিকভাবে অনুসরণ করে একদল শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত একটি খুব সুন্দর ও পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাক্রমও কাঙ্খিত ফল দিতে ব্যর্থ হতে পারে যদি পাঠ্যবিষয় ও শিক্ষাবিজ্ঞানে সুষ্ঠু শিক্ষা ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একদল **নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক** এই শিক্ষাক্রমটি শ্রেণিকক্ষে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন না করতে পারেন।

শিক্ষাক্রম সফল বাস্তবায়নের প্রধান ব্যক্তি শিক্ষকের কাজের জন্য ন্যূনতম কিছু শর্ত পূরণ করতে হবে। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো **শিখন-শেখানোর জন্য পর্যাপ্ত সময়**। ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত বিশ্বব্যাংকের একটি সমীক্ষা রিপোর্টে দেখা যায় যে পৃথিবীতে বিদ্যালয়ে পাঠদানের সময় বা শিক্ষার্থী-শিক্ষক সংযোগ সময় (contact hour) বছরে গড়ে ৯০০ ঘণ্টা। সর্বোচ্চ ১২০০ ঘণ্টা চীনে, ১১৫০ ঘণ্টা ইন্দোনেশিয়ায় এবং বহু দেশে ১০০০ ঘণ্টা। আমাদের দেশে এই সময় ১ম ও ২য় শ্রেণিতে ৫০০ ঘণ্টা, কারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর কার্যদিবস হচ্ছে বছরে ২০০ দিন এবং দৈনিক কার্যকাল ২.৫ ঘণ্টা। যেহেতু গ্রামাঞ্চলে অধিকাংশ শিক্ষার্থীর জন্য বাড়িতে শেখার সুযোগ প্রায় নেই বললেই চলে, সেজন্য স্কুলই তাদের শিক্ষালাভের একমাত্র কেন্দ্র। তাই শিখন-শেখানোর কাজে ব্যবহারের জন্য কমপক্ষে **দৈনিক ৫ ঘণ্টা করে ২২০ কার্যদিবসে বছরে ১১০০ ঘণ্টা** সময় বরাদ্দ করতে হবে বলে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞবৃন্দ মনে করেন।

তৃতীয় শর্তটি হলো একটি ভালো পাঠ্যপুস্তক শিক্ষার্থীদের হাতে পৌঁছে দেওয়া। এটি ব্যবহার করে শিক্ষকের সহায়তায় তারা শিখবে। শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নের জন্য এ তিনটি শর্ত ছাড়াও শিক্ষকের অন্যান্য সুযোগ সুবিধা যেমন-শিক্ষাসহায়ক শিখন শেখানো সামগ্রী ও উপকরণ, শ্রেণিকক্ষে শিক্ষাক্রম ব্যবস্থাপনায় তাকে সহায়তা করতে একাডেমিক সুপারভাইজার ইত্যাদি দরকার।

যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমের সফলতার একটি পূর্বশর্ত হলো পুরোপুরি শিখন (mastery learning)। শিক্ষার্থীর পুরোপুরি শিখন নিশ্চিতকরণ বলতে আমরা বুঝি যে, নির্ধারিত সবগুলো যোগ্যতা সব শিক্ষার্থীই সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করবে। তাত্ত্বিকভাবে পুরোপুরি শিখন বলতে আমরা বুঝি শতকরা ১০০শত শিক্ষার্থী শতকরা ১০০ ভাগ যোগ্যতা শতকরা ১০০ ভাগ অর্জন করবে। তবে বাস্তবতার নিরিখে ১০০% শিক্ষার্থী যদি কমপক্ষে ৮৫% থেকে ৯০% পর্যায়ে (learning level) সব যোগ্যতাগুলো (১০০%) আয়ত্ত করে তবে আমরা ধরে নিতে পারি যে পুরোপুরি শিখন অর্জিত হয়েছে। আমাদের দেশে প্রচলিত মূল্যায়ন পদ্ধতি বিশেষত: ৩০% থেকে ৩৫% নম্বর পেয়ে পাশ, ৬০% এ প্রথম বিভাগ ইত্যাদি পুরোপুরি শিখনের অনুকূল নয়।

পুরোপুরি শিখন সব শিক্ষার্থী প্রথম বারেই অর্জন করতে পারে না। কারণ সবার মেধা (learning ability), শিখন ক্ষমতা, শেখার সুযোগ-সুবিধা, শিক্ষকের যোগ্যতা এবং শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার পারদর্শিতা ও আন্তরিকতা, শিখন-শেখানো ও পাঠ শেখার জন্য পর্যাপ্ত সময়, শিখন-শেখানো সামগ্রির উপযুক্ততা, পর্যাপ্ততা ও সহজলভ্যতা, পঠন-পাঠনের বিষয়বস্তু শেখা, চর্চা করা ও ব্যবহার করার সুযোগ, তাগিদ ও চ্যালেঞ্জ, শিখনের জন্য যথাযথ প্রেষণা ও আগ্রহ ইত্যাদি সমান থাকে না। সেজন্য দৈনিক শিখন-শেখানোর সময়েই শিক্ষক ঐ পাঠে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি যাচাইয়ের মাধ্যমে তার **শিখন ঘাটতি বা দুর্বলতা** (Learning deficiency) শনাক্ত বা নির্ণয় (diagnosis) করবেন এবং প্রয়োজনমাফিক **নিরাময়মূলক** ব্যবস্থা দিয়ে পুরোপুরি শিখনে সহায়তা করবেন।

এই আলোচনা থেকে এটা পরিস্কার যে, যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতির ধারাবাহিক মূল্যায়ন (CPA-Continuou pupils assessment) ও শিখন ঘাটতি দূর করার জন্য নিরাময়মূলক (Remedial teaching to remove deficiency of learning) ব্যবস্থা দাবী করে।

উপর্যুক্ত কাজগুলো সম্পন্ন করার জন্য উপযুক্ত শিক্ষক তৈরি করতে হবে। প্রয়োজনে প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কোর্স ঢেলে সাজাতে হবে। এই প্রশিক্ষণকোর্স প্রাথমিক স্তরের যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষককে প্রস্তুত করার সাথে সাথে তাকে শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতির ধারাবাহিক মূল্যায়ন, শিক্ষার্থীর শিখন ঘাটতি বা দুর্বলতা, নিরাময়মূলক শিক্ষণ, পুরোপুরি শিখন, তিনটি ডোমেইনে- যেমন বুদ্ধিবৃত্তিক (Cognitive), মনোপেশীজ (psychomotor) ও আবেগিক (affective) শিক্ষার্থীর যোগ্যতার মূল্যায়নের জন্য অভীক্ষা প্রণয়ন (test item), উদ্দেশ্যভিত্তিক (criterion referenced) অভীক্ষা ও নর্মভিত্তিক (normreferenced) অভীক্ষা তৈরি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।

একটি শিক্ষাক্রমের বাস্তবায়ন ও শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা অর্জনের ভিত্তিতে শিক্ষাবিদগণ ও শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞবৃন্দ শিক্ষাক্রমকে নানাভাবে বিশেষায়িত করে থাকেন, যেমন- আদর্শ শিক্ষাক্রম (Ideal curriculum)/শিক্ষণীয় শিক্ষাক্রম(Taught curriculum), অর্জিত শিক্ষাক্রম(Achieved curriculum), গুপ্ত শিক্ষাক্রম(Hidden curriculum) ইত্যাদি। আমাদের আদর্শ শিক্ষাক্রম ও অর্জিত শিক্ষাক্রমের মধ্যে যে বিরাট ব্যবধান রয়েছে তা দূর করতে পারলেই শিক্ষার মাধ্যমে কাঙ্খিত ফল পাব।

আমাদের আরও মনে রাখতে হবে যে, সকল শিক্ষাক্রমের বাস্তবায়ন ব্যবস্থার (delivery system) কতগুলো অন্তর্নিহিত চাহিদা থাকে। প্রকৃত পক্ষে কোন শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়ন ব্যবস্থা প্রধানত নির্ভর করে শিক্ষা ব্যবস্থায় অন্যান্য উপাদানের উপর। যে কোনো শিক্ষাক্রমের সার্থক বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন উপব্যবস্থা (sub-system) যেমন শিক্ষক, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, শিখন-শেখানোর কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও ব্যবস্থাপনা, বিশেষ করে শিক্ষক কর্তৃক শ্রেণিকক্ষে শিখন ব্যবস্থাপনা, শিক্ষণ সামগ্রি ও শিক্ষোপকরণ তৈরি, মূল্যায়ন ব্যবস্থার পূণর্বিন্যাস ইত্যাদি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে হবে।

একটি শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নের জন্য একদল যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক অত্যাবশ্যক-একথা আগেই বলা হয়েছে। আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ যদি ০৮(আট) বছর করা হয়, তাহলে এ শিক্ষার curriculum teaching এর জন্য আমাদেরকে primary school teacher's profile সম্বন্ধে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে চিন্তা করতে হবে। বর্তমানে এটা ধরে নেওয়া হয় যে, প্রাথমিক স্তরের একজন শিক্ষক প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত সকল বিষয়ই পড়াতে পারেন। বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে সকল বিষয় পড়াতে তাঁকে বাধ্য করা হয়, যদিও সব বিষয়ে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার জন্য তাঁর যথাযথ যোগ্যতা থাকে না। পাঁচ বছর মেয়াদী প্রাথমিক শিক্ষার পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমই হোক অথবা প্রস্তাবিত আট বছর মেয়াদী প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রমই হোক, জ্ঞানের বিস্ফোরণের সাথে সঙ্গতি রেখে বিষয়ের চাহিদা মোতাবেক শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করা মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পাশ করা একজন শিক্ষকের পক্ষে বেশ কষ্টকর। তদুপরি এক বছর মেয়াদী সি-ইন-ইড কোর্স অথবা ডিপ্লোমা-ইন-প্রাইমারী এডুকেশন (DPED) শিক্ষাবিজ্ঞান ও শিক্ষাকলায় (Science and Art of Education) তাকে যথাযথ প্রশিক্ষণ দিতে পারে না। সুতরাং তিনি বিষয়বস্তুর জ্ঞান এবং শিখন-শেখানো দক্ষতা এই উভয় ক্ষেত্রেই অনেকটা অপ্রস্তুত ও অপরিপক্ক থাকেন। এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য প্রাথমিক শিক্ষকের বিষয়বস্তুভিত্তিক জ্ঞান বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রমের বিভিন্ন বিষয়ের চাহিদা সঠিকভাবে মেটানোর জন্য শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারকে আরও একটি নীতিগত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। যেহেতু শিক্ষাক্রম কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত সকল বিষয় ঃ

মাতৃভাষা, গণিত, প্রাথমিক বিজ্ঞান, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়, ইংরেজি, ধর্ম ইত্যাদির জন্য আলাদা বিশেষজ্ঞ শিক্ষক যোগাড় করা আপাতত: সম্ভব নয়, তাই পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিষয়ের গুচ্ছ করে প্রত্যেক গুচ্ছের জন্য যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে, যেমন-গণিত ও বিজ্ঞান, ভাষা ও ধর্ম, সমাজ বিজ্ঞান ইত্যাদি।

যদি এখনই ১৪ বছর মেয়াদী সাধারণ শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ করা সম্ভব না হয়, তবে কমপক্ষে ১২ বছরের সাধারণ শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে। তবে এই নিয়োগ দেওয়ার সময় গণিতসহ বিজ্ঞান বিভাগে পাশ করা ছেলেমেয়েকে আকর্ষণ করতে হবে। ব্যবসায় শিক্ষা শাখা হতে পাশ করা ছেলে মেয়েকে নিয়োগ দিলে ইতিহাস, অর্থনীতি ও সিভিকস্ কম্বিনেশন যাদের তাদের নিয়োগ দিতে হবে। আবার বাণিজ্যিক ভূগোল নিয়ে পাশ করা ব্যক্তিকে না নিয়ে ভূগোল বিষয়টি নিয়ে যে পাশ করেছে তাকে নিয়োগ দিতে হবে। তেমনি বাণিজ্যিক গণিত নিয়ে যে পাশ করেছে তার স্থলে গণিত নিয়ে যে পাশ করেছে তাকে নিতে হবে।

এম এ/এম কম/ এম এস সি/ এম এস এস পাশ করা যে ছেলেমেয়েরা অন্যত্র কর্মসংস্থান না করতে পেরে বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যোগদান করছে তাদেরকে সঠিক প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি আগ্রহী করতে হবে। সাথে সাথে তাদেরকে প্রাথমিক শিক্ষক হিসেবে ধরে রাখার জন্য যোগ্যতা অনুযায়ী বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। যোগ্যতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বেতন-কাঠামো নির্ধারণ করা হলে যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক-ফোর্স তৈরি করা সম্ভব হবে। এরকম একটি শিক্ষক বাহিনী তৈরি করার সাথে সাথে একদল প্রাথমিক শিক্ষা বিশেষজ্ঞ (specialists in primary education) প্রস্তুত করাও প্রাথমিক শিক্ষার স্বার্থে একান্তভাবে জরুরি ও অত্যাবশ্যক। এই প্রাথমিক শিক্ষা বিশেষজ্ঞদের মধ্যে থাকবেনঃ প্রাথমিক শিক্ষক-প্রশিক্ষক, প্রাথমিক শিক্ষার তত্ত্বাবধায়ক, প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থাপক, প্রাথমিক শিক্ষার নীতি নির্ধারক ও এই নীতি বাস্তবায়নকারী প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন বিষয়ের গবেষক, প্রাথমিক শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ, প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের বুদ্ধি ও বিকাশ এর নানা দিকের (শিশুর বিকাশ, মানসিক পরিপক্কতা ও বুদ্ধিমত্তা, বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ, শিক্ষা মনোবিজ্ঞান, ভাষা শিখন, ধারণা গঠন এবং গণিত ও বিজ্ঞান শিখন এবং শিক্ষার দুর্বলতা নির্ণয় ও ভবিষ্যৎবানী করা এবং শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতির মূলাবধারণ বিশেষজ্ঞ ইত্যাদি।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ভাড়া করা লোক দিয়ে অর্থাৎ mercenary army বা ভাড়াটে সৈন্য দিয়ে যুদ্ধ জয় করা যায় না। এটা তিক্ত হলেও সত্য যে, প্রাথমিক শিক্ষা অনেকটাই ভাড়াটে লোক দিয়ে চলছে এবং এ লোকবলের নিম্ন পর্যায়ের কিছু সদস্য ছাড়া বাকি সবাই, বিশেষত: উচ্চ পদগুলোতে কর্মরত ব্যক্তিবৃন্দ, প্রাথমিক শিক্ষায় বিশেষজ্ঞ নন।

প্রাথমিক শিক্ষার গুণগতমান পরিবর্তন করতে হলে এই অনুচ্ছেদের অব্যবহিত পূর্ব অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিশেষজ্ঞ-জ্ঞানসম্পন্ন নেতা ও কর্মী অত্যাবশ্যক। প্রাথমিক শিক্ষার গুণগতমান বাড়াতে হলে বিশেষতঃ এ শিক্ষার শিক্ষাক্রম সফল বাস্তবায়ন করতে হলে শিক্ষক, শিখন সামগ্রী, শিক্ষা সহায়ক উপকরণ, শিক্ষার জন্য ন্যূনতম সময় (minimum time for curriculum scheduling/teaching) যেমন প্রয়োজন, তেমনি একটি শ্রেণিকক্ষে কতজন শিক্ষার্থী থাকলে একজন শিক্ষক ন্যূনতম সময়ের মধ্যে সফলভাবে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেন তা নির্ধারণ করে দেওয়াটাও অত্যাবশ্যক। এ ক্ষেত্রে একটি বিদ্যালয়ের মোট ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক সংখ্যা বিবেচনা করে শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত স্থির না করে একজন শিক্ষক একটি শ্রেণিকক্ষে ন্যূনতম কতজন শিক্ষার্থীকে নিয়ে এক পিরিয়ডে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করছেন তা বিবেচনার দাবী রাখে অর্থাৎ Class size বিবেচনা করা উচিত। পৃথিবীর বহু দেশেই Class size বা T ঃ S = 1ঃ20-25 বা 1ঃ30 আছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের দেশে Class size সর্বোচ্চ ৩৫-৪০ অর্থাৎ একটি শ্রেণিকক্ষে এক পিরিয়ডে একজন শিক্ষক সর্বোচ্চ ৪০ জন শিক্ষার্থীর শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করবেন এই নীতি প্রবর্তন করা দরকার।

প্রাথমিক শিক্ষাক্রম পরিমার্জন প্রক্রিয়া

শিক্ষাক্রম নবায়ন ও পরিমার্জন একটি ধারাবাহিক ও অব্যাহত প্রক্রিয়া। শিক্ষাক্রম পরিমার্জন একটি জটিল, শ্রমসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ কার্যক্রম। আমাদের প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম যোগ্যতাভিত্তিক। এই যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম বাংলাদেশে প্রথমবারের মত পর্যায়ক্রমে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ১৯৯২ থেকে ১৯৯৬ সালের মধ্যে প্রবর্তন করা হয়। এই যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রথম পরিমার্জন করা হয় ২০০২ সালে এবং ২০০৩ থেকে ২০০৬ সালে বিদ্যালয়ে প্রবর্তন করা হয়। দ্বিতীয় বার ২০১১ সালে শিক্ষাক্রমটি পরিমার্জন করা হয় এবং পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির সকল বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক নির্দেশিকা (যে সকল বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক নেই) এবং পাঠ্যপুস্তকের শিক্ষক সংস্করণ (যে সকল বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক রয়েছে) প্রণয়ন করা হয়। উল্লেখ্য, প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির সকল পাঠ্যপুস্তক ২০১৩ এর জানুয়ারিতে দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রবর্তন করা হয়েছে।

২। শিক্ষাক্রম পরিমার্জনকালে যে সকল বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে:- বাংলাদেশের সংবিধান, জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০, বৈশ্বিক পরিবর্তন, বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপট, মূল্যবোধ, নৈতিকতা, জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, শিশু শ্রম নীতি, সহস্রাব্দ লক্ষ্যমাত্রা, ভিশন ২০২১ বিজ্ঞানমনস্কতা সৃষ্টি, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও ধারণার সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচিতি, বাংলা ভাষার শিক্ষণ শিক্ষা বিজ্ঞানের আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপন।

৩। শিক্ষাক্রম পরিমার্জনকালে শিক্ষার্থীর শিখন চাহিদা ও শিক্ষার্থীর বাস্তব জীবন পরিস্থিতি বিশ্লেষণ (Situation analysis and real life situation of the learners) করা হয়। এটি সম্পন্ন করা হয় ৭ প্রশাসনিক বিভাগের ১৪টি জেলার ২৮টি উপজেলাধীন ৪০টি সরকারি ও ২০টি রেজিস্ট্রার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। এতে মোট ১৩৬২৫ জন শিক্ষার্থী, ৩৩৮ জন শিক্ষক, ৬০০ জন অভিভাবক, এসএমসি, সমাজের বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তিবর্গ ও মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

৪। কয়েকটি দেশের জাতীয় শিক্ষাক্রমও অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করা হয়। যে সব দেশের শিক্ষাক্রম বিশ্লেষণ করা হয় সেগুলোর মধ্যে আছে ভারত, হংকং, শ্রীলংকা, সিঙ্গাপুর, ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া ও আয়ারল্যান্ড।

৫। শিক্ষাক্রম পরিমার্জনকালে প্রথমে একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন দেশের খ্যাতিমান শিক্ষাবিদ, নীতিনির্ধারক, শিক্ষা প্রশাসক, শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ, শিক্ষক প্রশিক্ষক, শ্রেণি শিক্ষক প্রমুখ। কমিটি উপরিউক্ত বিষয়গুলোর ওপর গুরুত্ব আরোপ করে প্রাথমিক শিক্ষা স্তরের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা পুন:নির্ধারণ করেন। পুন:নির্ধারিত উদ্দেশ্য বর্তমানের ২২টির পরিবর্তে ১৩টি ও প্রান্তিক যোগ্যতা ৫০টির পরিবর্তে ২৯টি শনাক্ত করেন। নতুনভাবে প্রণীত লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা সর্বস্তরের অংশীজনের (Stakeholders) সম্পৃক্ততায় একটি জাতীয় কর্মশালার মাধ্যমে পরিশীলিত ও চূড়ান্ত করা হয়।

৬। পরবর্তীতে শিক্ষাক্রমের কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত ১২টি বিষয়ের জন্য ১২টি বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাক্রম কমিটি গঠন করা হয়। প্রত্যেকটি বিষয়ভিত্তিক কমিটিতে ৮ (আট) জন সদস্য ছিলেন। এই কমিটির সদস্যবৃন্দ হলেন : বিষয় বিশেষজ্ঞ (বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকবৃন্দ), শিক্ষক-প্রশিক্ষক (পিটিআই, টিটিসি এবং শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), শিক্ষাক্রম-বিশেষজ্ঞ ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক।

৭। প্রত্যেক বিষয়ভিত্তিক কমিটি প্রাথমিক শিক্ষার প্রান্তিক যোগ্যতা যেগুলো সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত তা থেকে নিম্নবর্ণিত ছক অনুযায়ী প্রথমে বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা ও পরে শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা শনাক্ত করেন। প্রথম-পঞ্চম শ্রেণির জন্য নির্ধারিত শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতাসমূহ বিন্যাস ও বিভাজন করে আবশ্যকীয় শিখনক্রম প্রণয়ন করেন।

ছক-'ক'

আবশ্যকীয় শিখনক্রম

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা				
	প্রথম শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	তৃতীয় শ্রেণি	চতুর্থ শ্রেণি	পঞ্চম শ্রেণি

৮। প্রত্যেক বিষয় কমিটি সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আবশ্যকীয় শিখনক্রম অনুসরণ করে নিম্নবর্ণিত ছক অনুযায়ী বিষয়ভিত্তিক বিস্তৃত শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করে।

ছক-'খ'

শ্রেণি : ..... বিষয় : .....

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	বিষয়বস্তু/ভাববস্তু	পরিকল্পিত কাজ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	লেখক/অঙ্কন-শিল্পীদের জন্য নির্দেশনা
শোনা					
বলা					
পড়া					
লেখা					

ছক-'গ'

শ্রেণি : ..... বিষয় : .....

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	বিষয়বস্তু	পরিকল্পিত কাজ/পরীক্ষণ/প্রদর্শন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	লেখক ও অঙ্কন-শিল্পীদের জন্য নির্দেশনা

ছক-'ঘ'

শ্রেণি : ..... বিষয় : .....

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	বিষয়বস্তু	পরিকল্পিত কাজ	লেখক ও অঙ্কন-শিল্পীদের জন্য নির্দেশনা

৯। উপরিউক্ত 'ছক' অনুযায়ী প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির বাংলা, গণিত ও ইংরেজি এবং তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়, প্রাথমিক বিজ্ঞান, ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা, হিন্দু ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা, বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা, খ্রিস্ট ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক এবং যে সকল বিষয় ও শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক নেই যেমন প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির সমাজ ও বিজ্ঞান (সমন্বিত), প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির ৪টি ধর্ম, প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির শারীরিক শিক্ষা, চারু ও কারুকলা এবং সংগীত বিষয়ের শিক্ষক সহায়িকা/নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়। প্রত্যেকটি পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক সংস্করণ/সহায়িকা/নির্দেশিকা প্রণয়নের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন ৪ জন বহিরাগত লেখক ও এনসিটিবির একজন শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ সমন্বয়কারী হিসেবে সংযুক্ত ছিলেন। মোট ৩৩টি পাঠ্যপুস্তক ও ২৫টি শিক্ষক নির্দেশিকা বিভিন্ন কর্মশালার মাধ্যমে যৌক্তিক মূল্যায়ন করা হয়। মূল্যায়নকালে প্রত্যেক পাঠ্যপুস্তক/শিক্ষক নির্দেশিকার জন্য ৮ (আট) জন করে মূল্যায়নকারী সম্পৃক্ত ছিলেন। প্রত্যেক কমিটিতে যথাক্রমে বিষয় বিশেষজ্ঞ, শিক্ষক প্রশিক্ষক, শ্রেণি শিক্ষক ও শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

১০। যৌক্তিক মূল্যায়ন থেকে প্রাপ্ত সুপারিশ পর্যালোচনা করে ৩৩টি পাঠ্যপুস্তকের সাথে সংশ্লিষ্ট লেখক ও সম্পাদকবৃন্দের সমন্বয়ে একাধিক কর্মশালার মাধ্যমে পাঠ্যপুস্তকসমূহ সংশোধন ও পরিমার্জন করা হয়।

১১। একটি তিন সদস্য বিশিষ্ট কমিটির মাধ্যমে সপ্তাহব্যাপী ৩৩টি পাঠ্যপুস্তকের তথ্য, তত্ত্ব ও বানান সংশোধন করা হয়।

১২। প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির ৩৩টি পাঠ্যপুস্তকের পাণ্ডুলিপি প্রফেশনাল কমিটি ও জাতীয় সমন্বয় কমিটির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও চূড়ান্ত করা হয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে অনুমোদন নেওয়া হয়।

১৩। তাছাড়া শিক্ষকদের সহায়তা ও তাঁদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৩৩টি পাঠ্যপুস্তকের জন্য ৩৩টি শিক্ষক সংস্করণ প্রণয়ন করা হয়। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির বাংলা, গণিত ও ইংরেজি, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়, প্রাথমিক বিজ্ঞান, ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা, হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা, বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা, খ্রিস্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির বাংলা, গণিত ও ইংরেজি বিষয়ের শিক্ষক সংস্করণ প্রণয়নের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কমিটি গঠন করা হয়।

খসড়া ৩৩টি শিক্ষক সংস্করণ বিভিন্ন কর্মশালার মাধ্যমে যৌক্তিক মূল্যায়ন করে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হয়।

১৪। শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি ত্বরান্বিত ও নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ধারাবাহিক মূল্যায়নের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের সার্বিক শিখন অগ্রগতির মূল্যায়নের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। NCTB এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এ কর্মশালায় MoPME, NAPE, DPE, শ্রেণিশিক্ষক, শিক্ষক প্রশিক্ষক, মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং এনসিটিবি এর কর্মকর্তা সম্পৃক্ত ছিলেন। কর্মশালার সুপারিশের আলোকে ধারাবাহিক মূল্যায়নের জন্য ২০ নম্বর এবং সামষ্টিক মুল্যায়নের জন্য ৮০ নম্বর স্থির করা হয়, যা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত। প্রতি শ্রেণি এবং বিষয়ের জন্য কোন ধরনের প্রশ্নে কত নম্বর নির্ধারিত থাকবে তা একটি ছকের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে ২০১১ সালে প্রাথমিক শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয় এবং ২০১৩ সালে দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক প্রবর্তন করা হয়। প্রথম শ্রেণির বাংলা, গণিত, ইংরেজি পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক সংস্করণ এবং বিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষক সহায়িকার নির্বাচিত পাঠ স্বল্প পরিসরে ৫টি বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে ব্যবহারের মাধ্যমে শিশুদের উপযোগিতা যাচাই করা হয়। এই স্বল্প পরিসর ট্রাই আউট থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের উপর ভিত্তি করে ১ম শ্রেণির সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের পাঠ পরিমার্জন করে ২০১৪ সালে বিদ্যালয়ে সরবরাহের জন্য মুদ্রণ উপযোগী করা হয়। এই কার্যক্রমে JICA ও EIA (English in Action) প্রকল্প সহায়তা প্রদান করে। ২০১৩ সালে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির বাংলা, গণিত ও ইংরেজি এবং তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় এবং প্রাথমিক বিজ্ঞান বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক এবং শিক্ষক সংস্করণের উপযোগিতা (Try-out) যাচাইয়ের জন্য দেশের ৭টি বিভাগের নির্বাচিত ৩২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রশ্নোত্তোরিকা, পর্যবেক্ষণ ছক, শিক্ষকদের সাথে সাক্ষাৎকার ছক ও শিক্ষার্থীর সাথে focus group discussion ছক প্রণয়ন ও সরবরাহ করা হয়। তাছাড়া ৩২টি বিদ্যালয়ের ৫ জন করে মোট ১৬০ জন শিক্ষক, ৭জন পিটিআই সুপার, ২৫ জন URC ইনস্ট্রাক্টর, এনসিটিবি এর বিশেষজ্ঞগণ, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও নেপ এর কর্মকর্তা ও বিশেষজ্ঞদের ট্রাই-আউট কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে যাতে পরিচালনা করা হয় সেই লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এনসিটিবি এর তত্ত্বাবধানে এ কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট রয়েছেন MoPME, DPE, NAPE, PTI, URC, শ্রেণিশিক্ষক এবং এনসিটিবি এর বিশেষজ্ঞবৃন্দ।

এ কার্যক্রমে JICA এর আন্তর্জাতিক পরামর্শকবৃন্দ গণিত ও বিজ্ঞান এবং DFID এর আন্তর্জাতিক পরামর্শকগণ বাংলা, ইংরেজি, বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক সংস্করণ Critical review ও ট্রাই-আউট থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের উপর ভিত্তি করে প্রয়োজনীয় পরিমার্জন করেন। DFID সাহায্যপুষ্ট English in Action প্রকল্প কর্তৃক নিয়োজিত ২০ জন Researcher মাঠ পর্যায় থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত, টেবুলেশন, বিশ্লেষণ ও বিষয়ভিত্তিক প্রতিবেদন প্রণয়ন কার্যক্রমে এনসিটিবিকে সহায়তা করেছে। Refined পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক সংস্করণ ২০১৫ সালে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণিতে এবং ২০১৬ সালে চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণিতে দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রবর্তন করা হবে।

Derivation of subjects from Terminal Competencies (প্রান্তিক যোগ্যতার চাহিদা অনুযায়ী বিষয় নির্ধারণ)

শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও নবায়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া। শিশুকে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলাই হচ্ছে শিক্ষার উদ্দেশ্য। জাতীয় ও সামাজিক পরিমন্ডলে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে শিশুর খাপ খাইয়ে নেওয়া, জীবনকে মাধুর্যমণ্ডিত করে গড়ে তোলার জন্য সুকুমার শিল্প চর্চা, ভাষাজ্ঞান ও দক্ষতা, সৃজনশীলতা, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ জাগ্রত করা, দেশপ্রেম, যৌক্তিক চিন্তা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আধুনিকতম অগ্রগতির সাথে পরিচিতি হওয়া, সহযোগিতা ও সম্প্রীতির মনোভাব গড়ে তোলা ইত্যাদি বিষয়সমূহ বিবেচনা এবং ২০১০ শিক্ষানীতি অনুসরণপূর্বক প্রাথমিক স্তরের জন্য ১৩টি উদ্দেশ্য এবং ২৯টি প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়। নির্ধারিত প্রান্তিক যোগ্যতাসমূহ অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে প্রাথমিক স্তরের বিভিন্ন শ্রেণির শিক্ষার্থীর বয়স উপযোগী বিষয়সমূহ নির্বাচন করা হয়।

নির্বাচিত বিষয়সমূহ নিম্নরূপ :

১. আমার বাংলা বই
২. প্রাথমিক গণিত
3. English for Today
৪. প্রাথমিক বিজ্ঞান
৫. বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়
৬. ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা
    ধ. ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা
    ন. হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা
    প. বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা
    ফ. খ্রিস্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা
৭. শারীরিক শিক্ষা
৮. চারু ও কারুকলা
৯. সংগীত

Weight-age of subjects : Total period

শ্রেণি	বিষয়	প্রতি বিষয়ের পিরিয়ড় সংখ্যা
প্রথম	**বাংলা, গণিত ও ইংরেজি**	**১৮৫**
দ্বিতীয়	**বাংলা, গণিত ও ইংরেজি**	**১৮৫**
তৃতীয়	**বাংলা, গণিত ও ইংরেজি**	**১৮৫**
চতুর্থ	**বাংলা, গণিত ও ইংরেজি**	**১৮৫**
পঞ্চম	**বাংলা, গণিত ও ইংরেজি**	**১৮৫**

শ্রেণি	বিষয়	পিরিয়ড় প্রতি বিষয়ের পিরিয়ড় সংখ্যা
প্রথম	পরিবেশ পরিচিত সমাজ ও বিজ্ঞান সমন্বিত	৬০
দ্বিতীয়	পরিবেশ পরিচিত সমাজ ও বিজ্ঞান সমন্বিত	৬০
তৃতীয়	বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় এবং প্রাথমিক বিজ্ঞান	১২০
চতুর্থ	বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় এবং প্রাথমিক বিজ্ঞান	১২০
পঞ্চম	বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় এবং প্রাথমিক বিজ্ঞান	১২০

শ্রেণি	বিষয়	প্রতি বিষয়ের পিরিয়ড় সংখ্যা
প্রথম	ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা/ হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা/ বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা/ খ্রিস্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা	৬০
দ্বিতীয়	ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা/ হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা/ বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা/ খ্রিস্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা	৬০
তৃতীয়	ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা/ হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা/ বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা/ খ্রিস্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা	৬০
চতুর্থ	ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা/ হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা/ বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা/ খ্রিস্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা	৬০
পঞ্চম	ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা/ হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা/ বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা/ খ্রিস্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা	৬০

শ্রেণি	বিষয়	প্রতি বিষয়ের পিরিয়ড় সংখ্যা
প্রথম	শারীরিক শিক্ষা	৩০
দ্বিতীয়	শারীরিক শিক্ষা	৩০
তৃতীয়	শারীরিক শিক্ষা	৩০
চতুর্থ	শারীরিক শিক্ষা	৩০
পঞ্চম	শারীরিক শিক্ষা	৩০

শ্রেণি	বিষয়	প্রতি বিষয়ের পিরিয়ড় সংখ্যা
প্রথম	সংগীত	৩০
দ্বিতীয়	সংগীত	৩০
তৃতীয়	সংগীত	৩০
চতুর্থ	সংগীত	৩০
পঞ্চম	সংগীত	৩০

শ্রেণি	বিষয়	প্রতি বিষয়ের পিরিয়ড় সংখ্যা
প্রথম	চারু ও কারুকলা	৩০
দ্বিতীয়	চারু ও কারুকলা	৩০
তৃতীয়	চারু ও কারুকলা	৬০
চতুর্থ	চারু ও কারুকলা	৬০
পঞ্চম	চারু ও কারুকলা	৬০

প্রাথমিক শিক্ষার পরিমার্জিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য

শিশুর শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, নৈতিক, মানবিক, নান্দনিক, আধ্যাত্মিক ও আবেগিক বিকাশ সাধন এবং তাদের দেশাত্ববোধে, বিজ্ঞানমনস্কতায়, সৃজনশীলতায় ও উন্নত জীবনের স্বপ্নদর্শনে উদ্বুদ্ধ করা।

প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্যঃ

১. আল্লাহ তা'য়ালা/সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিশ্বাস ও শিশুর মধ্যে নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করা এবং সকল ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া।

২. শেখার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টির মাধ্যমে শিশুর কল্পনা-শক্তি, সৃজনশীলতা ও নান্দনিকবোধের উন্মেষে সহায়তা করা।

৩. বিজ্ঞানের নীতি-পদ্ধতি ও প্রযুক্তির জ্ঞান অর্জন, সমস্যা সমাধানে তার ব্যবহার এবং বিজ্ঞানমনস্ক ও অনুসন্ধিৎসু করে গড়ে তুলতে সহায়তা করা।

৪. ভাষা ও যোগাযোগ দক্ষতার বিকাশ এবং নিজেকে প্রকাশ করতে সহায়তা করা।

৫. গাণিতিক ধারণা, যৌক্তিক চিন্তা ও সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা করা।

৬. সামাজিক ও সুনাগরিক হওয়ার গুণাবলি এবং বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনে সহায়তা করা।

৭. ভালো-মন্দের পার্থক্য অনুধাবনের মাধ্যমে সঠিক পথে চলতে উদ্বুদ্ধ করা।

৮. অন্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া, পরমতসহিষ্ণুতা, ত্যাগের মনোভাব ও মিলেমিশে বাস করার মানসিকতা সৃষ্টি করা।

৯. প্রতিকূলতা মোকাবেলার মাধ্যমে শিশুর আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করা।

১০. নিজের কাজ নিজে করার মাধ্যমে শ্রমের মর্যাদা উপলব্ধি ও আত্মমর্যাদা বিকাশে সহায়তা করা।

১১. প্রকৃতি, পরিবেশ ও বিশ্বজগৎ সম্পর্কে জানতে ও ভালবাসতে সহায়তা করা এবং পরিবেশ সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ করা।

১২. নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপনে সচেষ্ট করা।

১৩. জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, দেশপ্রেম ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে বাংলাদেশকে ভালোবাসতে সাহায্য করা।

প্রাথমিক শিক্ষার প্রান্তিক যোগ্যতা

১. সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'য়ালা/সৃষ্টিকর্তার প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন, সকল সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসায় উদ্দীপ্ত হওয়া।

২. নিজ নিজ ধর্ম প্রবর্তকের আদর্শ এবং ধর্মীয় অনুশাসন অনুশীলনের মাধ্যমে নৈতিক ও চারিত্রিক গুণাবলি অর্জন করা।

৩. সকল ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও ভ্রাতৃত্ববোধে উদ্দীপ্ত ও শ্রদ্ধাশীল হওয়া।

৪. কল্পনা, কৌতূহল, সৃজনশীলতা ও বুদ্ধির বিকাশে আগ্রহী হওয়া।

৫. সংগীত, চারু ও কারুকলা ইত্যাদির মাধ্যমে সৃজনশীলতা, সৌন্দর্যচেতনা, সুকুমারবৃত্তি ও নান্দনিকবোধের প্রকাশ এবং সৃজনশীলতার আনন্দ ও সৌন্দর্য উপভোগে সামর্থ্য অর্জন করা।

৬. প্রকৃতির নিয়মগুলো জানার মাধ্যমে বিজ্ঞানের জ্ঞান অর্জন করা।

৭. বিজ্ঞানের নীতি ও পদ্ধতি এবং যৌক্তিক চিন্তার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের অভ্যাস গঠন এবং বিজ্ঞানমনস্কতা অর্জন করা।

৮. প্রযুক্তি এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পর্কে জানা ও প্রয়োগের মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা।

৯. বাংলা ভাষার মৌলিক দক্ষতা অর্জন এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে তা কার্যকরভাবে ব্যবহার করা।

১০. বিদেশি ভাষা হিসেবে ইংরেজি ভাষার মৌলিক দক্ষতা অর্জন ও ব্যবহার করা।

১১. গাণিতিক ধারণা ও দক্ষতা অর্জন করা।

১২. যৌক্তিক চিন্তার মাধ্যমে গাণিতিক সমস্যার সমাধান করতে পারা।

১৩. মানবাধিকার, আন্তর্জাতিকতাবোধ, বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও বিশ্বসংস্কৃতির প্রতি আগ্রহী ও শ্রদ্ধাশীল হওয়া।

১৪. স্বাধীন ও মুক্তচিন্তায় উৎসাহিত হওয়া এবং গণতান্ত্রিক রীতিনীতি অনুশীলন করা।

১৫. নৈতিক ও সামাজিক গুণাবলি অর্জনের মাধ্যমে ভালো-মন্দের পার্থক্য নিরূপণ এবং তা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করা।

১৬. ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও সংরক্ষণে যত্নশীল হওয়া।

১৭. বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুসহ নারী-পুরুষ, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের সঙ্গে সম্প্রীতি ও শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের মানসিকতা অর্জন করা।

১৮. অন্যকে অগ্রাধিকার দেওয়ার মাধ্যমে ত্যাগের মনোভাব অর্জন ও পরমতসহিষ্ণুতা প্রদর্শন এবং মানবিক গুণাবলি অর্জন করা।

১৯. সামাজিক কর্মকান্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং নিজের দায়িত্ব ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন হওয়া।

২০. প্রতিকূলতা ও দুর্যোগ সম্পর্কে জানা এবং তা মোকাবেলায় দক্ষ ও আত্মপ্রত্যয়ী হওয়া।

২১. নিজের কাজ নিজে করা এবং শ্রমের মর্যাদা দেওয়া।

২২. প্রকৃতি, পরিবেশ ও বিশ্বজগৎ সম্পর্কে জানা ও ভালোবাসা এবং পরিবেশের উন্নয়ন ও সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ হওয়া।

২৩. আবহাওয়া ও জলবায়ুর পরিবর্তনের সমস্যা মোকাবেলায় ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণে সচেষ্ট হওয়া।

২৪. মানুষের মৌলিক চাহিদা ও পরিবেশের ওপর জনসংখ্যার প্রভাব এবং জনসম্পদের গুরুত্ব সম্পর্কে জানা।

২৫. শরীরচর্চা ও খেলাধুলার মাধ্যমে শারীরিক ও মানসিক বিকাশ সাধন এবং নেতৃত্বের গুণাবলি অর্জন করা।

২৬. নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর জীবন যাপনের অভ্যাস গঠন করা।

২৭. মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত হওয়া এবং ত্যাগের মনোভাব গঠন ও দেশ গড়ার কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা।

২৮. জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জানা এবং এগুলোর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া ।

২৯. বাংলাদেশকে জানা ও ভালোবাসা।

প্রাথমিক শিক্ষার পরিমার্জিত লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা

লক্ষ্য

শিশুর শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, নৈতিক, মানবিক, নান্দনিক, আধ্যাত্মিক ও আবেগিক বিকাশ সাধন এবং তাদের দেশাত্ববোধে, বিজ্ঞানমনস্কতায়, সৃজনশীলতায় ও উন্নত জীবনের স্বপ্নদর্শনে উদ্বুদ্ধ করা।

প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য	প্রাথমিক শিক্ষার প্রান্তিক যোগ্যতা
১. আল্লাহ তা'য়ালা/সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিশ্বাস ও শিশুর মধ্যে নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করা এবং সকল ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া।	৩০. সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'য়ালা/সৃষ্টিকর্তার প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন, সকল সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসায় উদ্দীপ্ত হওয়া। ৩১. নিজ নিজ ধর্ম প্রবর্তকের আদর্শ এবং ধর্মীয় অনুশাসন অনুশীলনের মাধ্যমে নৈতিক ও চারিত্রিক গুণাবলি অর্জন করা। ৩২. সকল ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও ভ্রাতৃত্ববোধে উদ্দীপ্ত ও শ্রদ্ধাশীল হওয়া।
২. শেখার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টির মাধ্যমে শিশুর কল্পনা-শক্তি, সৃজনশীলতা ও নান্দনিকবোধের উন্মেষে সহায়তা করা।	৩৩. কল্পনা, কৌতূহল, সৃজনশীলতা ও বুদ্ধির বিকাশে আগ্রহী হওয়া। ৩৪. সংগীত, চারু ও কারুকলা ইত্যাদির মাধ্যমে সৃজনশীলতা, সৌন্দর্যচেতনা, সুকুমারবৃত্তি ও নান্দনিকবোধের প্রকাশ এবং সৃজনশীলতার আনন্দ ও সৌন্দর্য উপভোগে সামর্থ্য অর্জন করা।
৩. বিজ্ঞানের নীতি-পদ্ধতি ও প্রযুক্তির জ্ঞান অর্জন, সমস্যা সমাধানে তার ব্যবহার এবং বিজ্ঞানমনস্ক ও অনুসন্ধিৎসু করে গড়ে তুলতে সহায়তা করা।	৩৫. প্রকৃতির নিয়মগুলো জানার মাধ্যমে বিজ্ঞানের জ্ঞান অর্জন করা। ৩৬. বিজ্ঞানের নীতি ও পদ্ধতি এবং যৌক্তিক চিন্তার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের অভ্যাস গঠন এবং বিজ্ঞানমনস্কতা অর্জন করা। ৩৭. প্রযুক্তি এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পর্কে জানা ও প্রয়োগের মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা।
৪. ভাষা ও যোগাযোগ দক্ষতার বিকাশ এবং নিজেকে প্রকাশ করতে সহায়তা করা।	৩৮. বাংলা ভাষার মৌলিক দক্ষতা অর্জন এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে তা কার্যকরভাবে ব্যবহার করা। ৩৯. বিদেশি ভাষা হিসেবে ইংরেজি ভাষার মৌলিক দক্ষতা অর্জন ও ব্যবহার করা।
৫. গাণিতিক ধারণা, যৌক্তিক চিন্তা ও সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা করা।	৪০. গাণিতিক ধারণা ও দক্ষতা অর্জন করা। ৪১. যৌক্তিক চিন্তার মাধ্যমে গাণিতিক সমস্যার সমাধান করতে পারা।
৬. সামাজিক ও সুনাগরিক হওয়ার গুণাবলি এবং বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনে সহায়তা করা।	৪২. মানবাধিকার, আন্তর্জাতিকতাবোধ, বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও বিশ্বসংস্কৃতির প্রতি আগ্রহী ও শ্রদ্ধাশীল হওয়া। ৪৩. স্বাধীন ও মুক্তচিন্তায় উৎসাহিত হওয়া এবং গণতান্ত্রিক রীতিনীতি অনুশীলন করা।

প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য	প্রাথমিক শিক্ষার প্রান্তিক যোগ্যতা
৭. ভালো-মন্দের পার্থক্য অনুধাবনের মাধ্যমে সঠিক পথে চলতে উদ্বুদ্ধ করা।	৪৪. নৈতিক ও সামাজিক গুণাবলি অর্জনের মাধ্যমে ভালো-মন্দের পার্থক্য নিরূপণ এবং তা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করা। ৪৫. ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও সংরক্ষণে যত্নশীল হওয়া।
৮. অন্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া, পরমতসহিষ্ণুতা, ত্যাগের মনোভাব ও মিলেমিশে বাস করার মানসিকতা সৃষ্টি করা।	৪৬. বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুসহ নারী-পুরুষ, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের সঙ্গে সম্প্রীতি ও শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের মানসিকতা অর্জন করা। ৪৭. অন্যকে অগ্রাধিকার দেওয়ার মাধ্যমে ত্যাগের মনোভাব অর্জন ও পরমতসহিষ্ণুতা প্রদর্শন এবং মানবিক গুণাবলি অর্জন করা। ৪৮. সামাজিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং নিজের দায়িত্ব ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন হওয়া।
৯. প্রতিকূলতা মোকাবেলার মাধ্যমে শিশুর আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করা।	৪৯. প্রতিকূলতা ও দুর্যোগ সম্পর্কে জানা এবং তা মোকাবেলায় দক্ষ ও আত্মপ্রত্যয়ী হওয়া।
১০. নিজের কাজ নিজে করার মাধ্যমে শ্রমের মর্যাদা উপলব্ধি ও আত্মমর্যাদা বিকাশে সহায়তা করা।	৫০. নিজের কাজ নিজে করা এবং শ্রমের মর্যাদা দেওয়া।
১১. প্রকৃতি, পরিবেশ ও বিশ্বজগৎ সম্পর্কে জানতে ও ভালোবাসতে সহায়তা করা এবং পরিবেশ সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ করা।	৫১. প্রকৃতি, পরিবেশ ও বিশ্বজগৎ সম্পর্কে জানা ও ভালোবাসা এবং পরিবেশের উন্নয়ন ও সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ হওয়া। ৫২. আবহাওয়া ও জলবায়ুর পরিবর্তনের সমস্যা মোকাবেলায় ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ। ৫৩. মানুষের মৌলিক চাহিদা ও পরিবেশের ওপর জনসংখ্যার প্রভাব এবং জনসম্পদের গুরুত্ব সম্পর্কে জানা।
১২. নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপনে সচেষ্ট করা।	৫৪. শরীরচর্চা ও খেলাধুলার মাধ্যমে শারীরিক ও মানসিক বিকাশ সাধন এবং নেতৃত্বের গুণাবলি অর্জন করা। ৫৫. নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর জীবন যাপনের অভ্যাস গঠন করা।
১৩. জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, দেশপ্রেম ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে বাংলাদেশকে ভালোবাসতে সাহায্য করা।	৫৬. মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত হওয়া এবং ত্যাগের মনোভাব গঠন ও দেশ গড়ার কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা। ৫৭. জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জানা এবং এগুলোর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া । ৫৮. বাংলাদেশকে জানা ও ভালোবাসা।

উন্নয়ন-১ অধিশাখা
www.mopme.gov.bd

স্মারক নং-৩৮.০০৯.০১৪.০৭.০০.০৩০.২০০৮- ৬৭৯

তারিখঃ ৩০ নভেম্বর ২০১১ / ১৫ অগ্রহায়ন ১৪১৮

প্রজ্ঞাপন

প্রাথমিক শিক্ষা স্তরের বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও বিস্তৃত শিক্ষাক্রম প্রণয়ন সংক্রান্ত কমিটি নিম্নরূপভাবে গঠন করে ভূতাপেক্ষভাবে অনুমোদন করা হলো ঃ-

(১) মাতৃভাষা বাংলা ঃ

ক্রঃ নং	নাম ও পদবি
১	ড. হায়াৎ মামুদ, অধ্যাপক (অবঃ), বাংলা, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (ঠিকানা : ১০২/এ, দীননাথ সেন রোড, গেন্ডারিয়া, ঢাকা-১২০৪)
২	ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ, অধ্যাপক, বাংলা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৩	ড. মাহবুবুল হক, অধ্যাপক, বাংলা, চট্টগ্রাম বিশবিদ্যালয়
৪	প্রফেসর শফিউল আলম, পরিচালক (অবঃ), ব্যানবেইজ ও সাবেক উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, এনসিটিবি (ঠিকানা : ডেসডিমোনা, ফ্ল্যাট-বি-৬, ১৪০, লেক সার্কাস, কলাবাগান, ঢাকা-১২০৫)
৫	জনাব শ্যামলী আকবর, অধ্যাপক, আইইআর, ঢাকা বিশবিদ্যালয়
৬	জনাব নুরজাহান বেগম, অধ্যাপক, বাংলা, ইডেন গার্লস কলেজ ও সাবেক বিশেষজ্ঞ, এনসিটিবি
৭	জনাব বেগম খুরশিদা আক্তার জাহান, সহকারী শিঃ,হাজী ইব্রাহিম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়,লালবাগ, ঢাকা
৮	জনাব শুভাশিস চক্রবর্তী, ইন্সট্রাক্টর ও সংযুক্ত কর্মকর্তা
৯	জনাব উত্তম কুমার ধর, ইন্সট্রাক্টর ও সংযুক্ত কর্মকর্তা

(২) গণিত ঃ

ক্রঃ নং	নাম ও পদবি
১	প্রফেসর খোদাদাদ খান, অধ্যাপক (অবঃ), গণিত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঠিকানা : কোরেল এপার্টমেন্ট, এ-৩, ১৩/৩, আওরঙ্গজেব রোড (পুরাতন থানা রোড), মোহাম্মদপুর, ঢাকা)
২	প্রফেসর সালেহ মতিন, মহাপরিচালক (অবঃ), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (ঠিকানা : ৫৩৯, পশ্চিম শেওড়াপাড়া (শামিম স্মরণি), মিরপুর, ঢাকা-১২১৪)
৩	ড. অমল কৃষ্ণ হালদার, অধ্যাপক, গণিত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৪	ড. মো: মোহসিন উদ্দিন, সহযোগী অধ্যাপক, স্কুল অব এডুকেশন, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
৫	জনাব হামিদা বানু বেগম, উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, এনসিটিবি
৬	জনাব স্বপন কুমার ঢালী, সহকারী অধ্যাপক, টিটি কলেজ, সংযুক্ত প্রশিক্ষণ বিভাগ
৭	জনাব শাহাবুদ্দিন শেখ, প্রধান শিক্ষক, বকশী বাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
৮	জনাব মুরশীদ আকতার, গবেষণা কর্মকর্তা, এনসিটিবি
৯	জনাব মো: সেলিম, ইন্সট্রাক্টর ও সংযুক্ত কর্মকর্তা, এনসিটিবি

(৩) ইংরেজি ঃ

ক্রঃ নং	নাম ও পদবি
১	প্রফেসর শাহীন এম. কবীর, ইংরেজি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
২	প্রফেসর এ.এম.এম. হামিদুর রহমান, আধুনিক ভাষা ইন্সটিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৩	প্রফেসর শামসুল হক, সাবেক প্রধান সম্পাদক, এনসিটিবি (বাড়ি নং-২৫, এ্যাপার্টমেন্ট-বি-৫, রোড নং-৬৮/এ, গুল শান২, ঢাকা-১২১২)
৪	প্রফেসর ইয়াসমিন বানু, সাবেক অধ্যক্ষ, সরকারি বদরুননেসা কলেজ, ঢাকা (ঠিকানা : ফ্ল্যাট নং-বি/৫, পরিবাগ কোয়াপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ, ৪, পরিবাগ, ঢাকা-১০০০)
৫	জনাব মো: ফজলুর রহমান, সহযোগী অধ্যাপক, আইইআর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৬	জনাব রিয়াজ পারভেজ, প্রধান শিক্ষক, গেন্ডারিয়া মহিলা সমিতি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ঢাকা
৭	জনাব আম্র পালি বসাক, প্রধান শিক্ষক, শেরেবাংলা প্রাথমিক বিদ্যালয়, মিরপুর, ঢাকা
৮	জনাব আবু হেনা মাশুকুর রহমান, গবেষণা কর্মকর্তা, এনসিটিবি
৯	জনাব মো: বাবুল আকতার, ইউইও ও সংযুক্ত কর্মকর্তা, এনসিটিবি

ক্রঃ নং	নাম ও পদবি
১	ড. আলী আসগর, প্রফেসর, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, ঢাকা (প্রাক্তন অধ্যাপক, বুয়েট, ঠিকানা : বাড়ি-২৯, রোড-১৯, সেক্টর-৪, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা-১২৩০)
২	ড. শাহজাহান তপন, প্রফেসর, আইইআর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাক্তন অধ্যাপক, আইইআর, ঠিকানা : বাড়ি-২৫ডি, লেকড্রাইভ রোড, সেক্টর-০৭, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা-১২৩০)
৩	ড. মোঃ আনোয়ারুল হক, সাবেক মহাপরিচালক, নায়েম, ঢাকা (প্রাক্তন পরিচালক, নায়েম, ঠিকানা : বাড়ি-২৭, রোড-২, সেক্টর-৫, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা-১২৩০)
৪	প্রফেসর কাজী আফরোজ জাহান আরা, আইইআর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৫	জনাব আনির চৌধুরী, উপদেষ্টা, এটুআই, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
৬	জনাব মোহাম্মদ নুরে আলম সিদ্দিকী, সহযোগী অধ্যাপক, আইইআর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৭	জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন, প্রধান শিক্ষক, জাফরাবাদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মোহাম্মদপুর, ঢাকা
৮	জনাব হাসমত মনোয়ার, বিশেষজ্ঞ, এনসিটিবি
৯	জনাব খন্দকার মোঃ মঞ্জুরুল আলম, বিশেষজ্ঞ, এনসিটিবি

(৫) বাংলাদেশ পরিচিতি ঃ

ক্রঃ নং	নাম ও পদবি
১	ড. মাহবুবা নাসরীন, অধ্যাপক, সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
২	ড. রেজোয়ান হোসেন ভূঁইয়া, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৩	ড. ঈশানী চক্রবর্তী, সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৪	ড. সেলিনা আক্তার, সহযোগী অধ্যাপক, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
৫	জনাব কানিজ সৈয়েদা বিনতে সাবা, সহযোগী অধ্যাপক, শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ, ঢাকা
৬	জনাব শাহনাজ বেগম, সহকারি শিক্ষক, শহীদ আনোয়ার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়,লালবাগ,ঢাকা
৭	জনাব লানা হুমায়রা খান, বিশেষজ্ঞ, এনসিটিবি
৮	জনাব মোছাঃ কামরুন্নন নাহার, গবেষণা কর্মকর্তা, এনসিটিবি
৯	জনাব এস. এম. নুর এ এলাহী, এইউইও ও সংযুক্ত কর্মকর্তা, এনসিটিবি

(৬) ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা ঃ

ক্রঃ নং	নাম ও পদবি
১	মওলানা মোঃ তমিজ উদ্দিন, প্রাক্তন অধ্যক্ষ, শাহ্ সুলতান কলেজ, বগুড়া (ঠিকানা : ২১৩/৪/এফ, উত্তরা শ্যামলী, ঢাকা
২	ড. মোঃ আবদুল মাবুদ, অধ্যাপক, আরবি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৩	এবিএম আব্দুল মান্নান মিয়া, সাবেক অধ্যক্ষ, রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ (ঠিকানা : বাসা-৭, রোড-৭, ব্লক-এফ (২য় তলা দক্ষিণ), ইষ্টার্ণ হাউজিং, পল্লবী ২য় পর্ব, মিরপুর, ঢাকা)
৪	জনাব মোঃ জাকির হোসেইন, সহকারী শিক্ষক, আর.সি. সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মিরপুর, ঢাকা
৫	জনাব মোঃ মোসলে উদ্দিন সরকার, বিশেষজ্ঞ, এনসিটিবি

(৭) হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা ঃ

ক্রঃ নং	নাম ও পদবি
১	ড. নারায়ণ চন্দ্র বিশ্বাস, অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
২	প্রফেসর নিরঞ্জন অধিকারী, সংস্কৃত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৩	প্রফেসর সুনীত কুমার ভদ্র, সাবেক উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, এনসিটিবি (ঠিকানা : শেলটেক স্প্রিরিং কটেজ, ফ্ল্যাট নং-৬ এফ, বাড়ি নং-৫৬৭, শহীদ শামীম সরণী, শেওড়াপাড়া, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬)
৪	জনাব তাপসী রানী দাস, সহকারী শিক্ষক, পাইকপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মিরপুর, ঢাকা
৫	জনাব তাহমিনা রহমান, গবেষণা কর্মকর্তা, এনসিটিবি

(৮) বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা ঃ

ক্রঃ নং	নাম ও পদবি
১	ড. সুকোমল বড়ুয়া, অধ্যাপক, পালি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
২	জনাব জগন্নাথ বড়ুয়া, সহকারী অধ্যাপক, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
৩	জনাব অনুপম বড়ুয়া, প্রধান শিক্ষক, ধর্মরাজিক বুদ্ধ বিহার উচ্চ বিদ্যালয়, কমলাপুর, ঢাকা
৪	জনাব নিপুল কান্তি বড়ুয়া, অবঃ প্রধান শিক্ষক (ঠিকানাঃ বাড়ি নং-৮৪/বি, মালিবাগ চৌধুরীপাড়া, খিলগাঁও, ঢাকা)
৫	জনাব মোঃ আবু সালেক খান, গবেষণা কর্মকর্তা, এনসিটিবি

(৯) ভ্রাতৃধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা ঃ

ক্রঃ নং	নাম ও পদবি
১	ফাদার আদম পেরেরা, উপধাক্ষ্য, নটরডেম কলেজ, ঢাকা
২	ফাদার অসীম গঞ্জালেস, পরিচালক, Come & See Program, মোরেরা হাউজ,২৮,জিন্দাবাহার লেন, ঢাকা
৩	বেভা. জেমস্ টি হালদার, জাতীয় সমন্বয়কারী, ৩২ মলিন্নকা হাউজিং সোসাইটি, মিল্কভিটা, মিরপুর
৪	রবার্ট টমাস কস্টা, শিক্ষক, সরকারি বিজ্ঞান স্কুল এন্ড কলেজ, তেজগাঁও, ঢাকা
৫	জনাব ফেরিয়াল আজাদ, বিশেষজ্ঞ, এনসিটিবি

(১০) শারীরিক শিক্ষা ঃ

ক্রঃ নং	নাম ও পদবি
১	জনাব মোঃ আব্দুল হক, সাবেক অধ্যক্ষ, সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা (ঠিকানা : রফিক হাউজিং, বাড়ি নং-৫০/এ, রোড নং-৭, শেখেরটেক, আদাবর)
২	জনাব তাজমুল হক, উপ-পরিচালক (অবঃ), শারীরিক শিক্ষা, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা (ঠিকানাঃ শাহজালাল লোটাস এপার্টমেন্ট,বাড়ি নং-৪/১১, ব্লক-এফ, ফ্ল্যাট নং-এ/৪,লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭)
৩	জনাব মোঃ সুলতান উদ্দিন, সহকারি অধ্যাপক, রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা
৪	জনাব মুস্তাফিজুর রহমান, ষোলহাটি জিপিএস, মিরপুর, ঢাকা
৫	জনাব মোঃ মোস্তফা সাইফুল আলম, বিশেষজ্ঞ, এনসিটিবি

(১১) চারু ও কারুকলা ঃ

ক্রঃ নং	নাম ও পদবি
১	জনাব মোস্তফা মনোয়ার, চেয়ারম্যান, শিশু একাডেমী, ঢাকা
২	জনাব হাশেম খান, অধ্যাপক, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৩	জনাব রবিউল ইসলাম, সহকারী অধ্যাপক, মৃৎশিল্প বিভাগ, চারুকারু অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৪	জনাব জাকির হোসেন ফকির, সিনিয়র শিক্ষক, চারু ও কারুকলা, বাংলাদেশ ব্যাংক আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, ফরিদাবাদ শাখা, ঢাকা
৫	ড. নাসিমা বেগম, পিটিআই সুপার ও সংযুক্ত কর্মকর্তা, এনসিটিবি

(১২) সংগীত ঃ

ক্রঃ নং	নাম ও পদবি
১	জনাব ফেরদৌসী রহমান (ঠিকানা : ব্লক-সি, রোড নং-৬, বাড়ি নং-২৯, মেলোডি গার্ডেন, বনানী, ঢাকা)
২	জনাব সুধীন দাস (ঠিকানা : ১২/১, এভিনিউ রোড-২, ব্লক-ডি, মিরপুর-২, ঢাকা)
৩	জনাব রিনাত ফওজিয়া, সহকারি অধ্যাপক, গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ, ঢাকা
৪	জনাব মোঃ কামরুজ্জামান, সাবেক গবেষণা কর্মকর্তা, এনসিটিবি (ঠিকানা : ১৩/১, পশ্চিম মালিবাগ (২য় তলা), ঢাকা-১২১৭)
৫	জনাব শাহ তাসলিমা সুলতানা, গবেষণা কর্মকর্তা, এনসিটিবি

০২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারী করা হলো।

(মোঃ ফাইজুল কবীর)
উপ-সচিব
ফোনঃ ৭৫১২২২৮

চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
মতিঝিল, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
উন্নয়ন-১ অধিশাখা
www.mopme.gov.bd

স্মারক নং-৩৮.০০৯.০১৪.০৭.০০.০২৯.২০০৮- ৬৭০

তারিখঃ ৩০ নভেম্বর ২০১১ / ১৫ অগ্রহায়ন ১৪১৮

প্রজ্ঞাপন

প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম ও পরিমার্জনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উক্ত কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম সমন্বয় কমিটি (NCCC) এবং প্রফেশনাল কমিটি নিম্নোক্তভাবে অনুমোদন করা হলোঃ-

(ক) জাতীয় শিক্ষাক্রম সমন্বয় কমিটি ঃ

ক্রঃ নং	নাম ও পদবী	
১.	সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	আহ্বায়ক
২.	ড. কাজী খালীকুজ্জামান আহমদ, অর্থনীতিবিদ	সদস্য
৩.	মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও প্রোগ্রাম ডিরেক্টর (পিইডিপি-৩), মিরপুর-২, ঢাকা	সদস্য
৪.	মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা	সদস্য
৫.	চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা	সদস্য
৬.	যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	সদস্য
৭.	যুগ্ম সচিব (মাধ্যমিক), শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	সদস্য
৮.	ড. আনিসুজ্জামান, এমিরিটাস, প্রফেসর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	সদস্য
৯.	মহাপরিচালক, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, বাংলাদেশ, ঢাকা	সদস্য
১০.	মহাপরিচালক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ), ময়মনসিংহ	সদস্য
১১.	ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল, প্রফেসর, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট	সদস্য
১২.	ড. ছিদ্দিকুর রহমান, প্রফেসর, আইইআর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	সদস্য
১৩.	জনাব শাহীন মাহবুবা কবীর, প্রফেসর জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।	সদস্য
১৪.	ড. এম এ মান্নান, প্রফেসর ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	সদস্য
১৫.	সভাপতি, শিশু একাডেমী, ঢাকা	সদস্য
১৬.	প্রফেসর কফিল উদ্দিন আহাম্মদ, প্রাক্তন চেয়ারম্যান, এনসিটিবি, ঢাকা	সদস্য
১৭.	জনাব মুহাম্মদ আব্দুল জব্বার, প্রাক্তন পরিচালক, নায়েম, ঢাকা	সদস্য
১৮.	মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন/চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা	সদস্য
১৯.	ড. আলী আসগর. প্রফেসর, ইষ্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	সদস্য
২০.	জনাব মনজুরুল আহসান বুলবুল, বুলবুল, বৈশাখী টিভি	সদস্য
২১.	সদস্য (প্রাথমিক শিক্ষাক্রম), জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা	সদস্য
২২.	উপ-সচিব (উন্নয়ন-১) অধিশাখা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	সদস্য-সচিব

(খ) প্রাথমিক শিক্ষাক্রম বিষয়ক প্রফেশনাল কমিটি ঃ

ক্রঃ নং	নাম ও পদবী	
১.	চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, মতিঝিল, ঢাকা	আহ্বায়ক
২.	পরিচালক (প্রশিক্ষণ), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মিরপুর-২, ঢাকা	সদস্য
৩.	ড. কামরুন্নেসা বেগম, প্রফেসর, আইইআর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	সদস্য
৪.	প্রফেসর মোঃ এলতাস উদ্দিন, প্রাক্তন চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা	সদস্য
৫.	প্রফেসর মোঃ আব্দুস সুবহান, প্রাক্তন মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মিরপুর-২, ঢাকা	সদস্য
৬.	সদস্য (প্রাথমিক শিক্ষাক্রম), জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা	সদস্য
৭.	সদস্য (শিক্ষাক্রম), জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা	সদস্য
৮.	উপ-সচিব (উন্নয়ন), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	সদস্য
৯.	জনাব মুহাম্মদ আব্দুল জব্বার, প্রাক্তন পরিচালক, নায়েম,ঢাকা	সদস্য
১০.	জনাব শাহীন মাহবুবা কবীর, প্রফেসর জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।	সদস্য,

১১.	জনাব আনির চৌধুরী, এটুআই, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা	সদস্য
১২.	প্রফেসর কফিল উদ্দিন আহাম্মদ, প্রাক্তন চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা	সদস্য
১৩.	জনাব মোশতাক আহমেদ ভূঁইয়া, বিতরণ নিয়ন্ত্রক, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা	সদস্য
১৪.	জনাব লানা হুমায়রা খান, বিশেষজ্ঞ, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা	সদস্য-সচিব

০৩। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারী করা হলো।

(মোঃ ফাইজুল কবীর)
উপ-সচিব
ফোনঃ ৭৫১২২২৮

চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
মতিঝিল, ঢাকা।

(একই স্মারক ও তারিখে প্রতিস্থাপিত)

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

"পাঠ্যপুস্তক ভবন"

৬৯-৭০,মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

স্মারক নং : এনসিটিবি/প্রাশিউ/২৫১/২০১২/ ১৫৫৫ (22) তারিখ : ০৪ /১২/২০১২

সংশোধিত অফিস আদেশ

প্রাথমিক স্তরের পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম সম্পাদনা ও চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে ১৩ সদস্যবিশিষ্ট গঠিত কমিটির আহ্বায়ককে স্থলাভিষিক্ত করে নিম্নেবর্ণিত বিশেষজ্ঞবৃন্দের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হলো। কমিটি আগামী ০৫/০৬/২০১৩ তারিখের মধ্যে অসমাপ্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন।

১।	প্রফেসর মোঃ শফিকুর রহমান, চেয়ারম্যান, এনসিটিবি	আহ্বায়ক
২।	প্রফেসর এ কে এম দিদার, সদস্য (প্রাশিউ), এনসিটিবি	সদস্য
৩।	জনাব রুহুল আমীন, পরিচালক প্রশিক্ষণ, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মিরপুর, ঢাকা	সদস্য
৪।	জনাব নুজহাত ইয়াসমিন, উপ-সচিব (উন্নয়ন-১), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।	সদস্য
৫।	জনাব মোঃ হায়দার আলী, উপ-পরিচালক (প্রশাসন), নেপ, ময়মনসিংহ	সদস্য
৬।	জনাব আব্দুল জব্বার, প্রাক্তন পরিচালক, নায়েম	সদস্য
৭।	ড. শাহজাহান তপন, অধ্যাপক (অবঃ), আইইআর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৮।	প্রফেসর কফিল উদ্দিন আহাম্মদ, পরামর্শক, পিইডিপি-৩	সদস্য
৯।	ড. সরকার আব্দুল মান্নান, প্রধান সম্পাদক, এনসিটিবি	সদস্য
১০।	জনাব মোশতাক আহম্মেদ ভূঁইয়া, বিতরণ নিয়ন্ত্রক, এনসিটিবি	সদস্য
১১।	জনাব মুরশীদ আকতার, গবেষণা কর্মকর্তা, এনসিটিবি	সদস্য
১২।	জনাব আবু হেনা মাশুকুর রহমান, গবেষণা কর্মকর্তা, এনসিটিবি	সদস্য
১৩।	জনাব লানা হুমায়রা খান, উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, এনসিটিবি	সদস্য-সচিব

কর্মপরিধি (TOR)

- শিক্ষাক্রম পরিমার্জনের পটভূমি প্রণয়ন
- শিখন-শেখানো কৌশল নির্ধারণ
- মুল্যায়ন ও নম্বর বন্টন
- বিষয়ভিত্তিক কার্যঘণ্টা নির্ধারণ
- সম্পাদনা

(ব্রজ গোপাল ভৌমিক)
সচিব
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরিত হলো :

১। সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মিরপুর, ঢাকা।
৩। মহাপরিচালক, নেপ, ময়মনসিংহ।
৪-৭। সদস্য (শিক্ষাক্রম/অর্থ/পাঠ্যপুস্তক/প্রাথমিক শিক্ষাক্রম), এনসিটিবি, ঢাকা।
৮-২০। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/বিশেষজ্ঞবৃন্দ
২১। পিএ টু চেয়ারম্যান
২২। সংরক্ষণ নথি।

(মোঃ আব্দুল জলিল শরীফ)
সহকারী সচিব (প্রশাসন)
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।

Letter.doc